সম্ভাবনাময় দেশীয় জাতের মুরগি পালন

"দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" প্রকল্প

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা-১৩৪১

মুখবন্ধ

দেশি জাতের হাঁস-মুরগি লালন-পালন করা বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য। গ্রাম বাংলার বেশির ভাগ ঘরেই অথিতি আপ্যায়ন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক-পারিবারিক অনুষ্ঠানে গৃহপালিত প্রিয় পোষা হাঁস-মুরগি উপহার দেওয়ার রেওয়াজ আমাদের সুপ্রাচীন সংস্কৃতি। দরিদ্র পরিবারের নিজস্ব সম্পদ বলতে শুধু হাঁস-মুরগিই বোঝাতো। খেটে খাওয়া পরিবারের মহিলাদের দুঃসময়ের সহায় ছিলো এসব হাঁস-মুরগি, যেগুলো সাধারণত কোনরুপ পরিচর্যা ছাড়াই ও গৃহস্থালীর উচ্ছিষ্ট খাবার দিয়েই লালন-পালন করা হতো। সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে দেশের ঐতিহ্যবাহি এ শিল্পেও এসেছে নানা পরিবর্তন। মুলতঃ ষাটের দশকে বাণিজ্যিক পোল্ট্রি শিল্পের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরুর সাথে সাথে এ শিল্পের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বিজ্ঞানভিত্তিক লালন- পালন এদেশের পোল্ট্রি শিল্পে বয়ে এনেছে অভাবনীয় পরিবর্তন। বর্তমানে পোল্ট্রি শিল্পে বছরে ২৫ হাজার কোটি টাকারও অধিক বিনিয়োগ হচ্ছে যা ২০৩০ সাল নাগাদ ৫০ হাজার কোটি টাকায় ছড়িয়ে যাবে বলে সংশ্লিষ্টদের দাবি। এছাড়াও, ১ কোটির ওপরে মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করবে এই শিল্প যা বর্তমানে প্রায় ৬০ লক্ষাধিক। পোল্ট্রি সেক্টরের এই অভাবনীয় পরিবর্তনের পেছনে বিদেশ থেকে আমদানি করা উন্নত জাতের মুরগি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। অপরদিকে, বাণিজ্যিক পোল্ট্রি শিল্পের বিকাশের কারণে আমাদের দেশিয় জাতের হাঁস-মুরগির উন্নয়ন হয়নি। বরং, বিদেশি জাত গুলোর সাথে অনিয়ন্ত্রিত ক্রসিং-এর কারণে অনন্য বৈশিষ্টের অধিকারী আমাদের দেশীয় জাতের হাঁস-মুরগি গুলোর অস্তিত্ব আজ চরম সংকটাপূর্ণ। দেশীয় জাতের এসব হাঁস, মোরগ-মুরগির মাংস ও ডিম ক্রমবর্ধমান চাহিদা থাকলেও এগুলোর উন্নয়নে তেমন কোন পদক্ষেপ ইতিপূর্বে নেওয়া হয়নি। পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত দেশের একমাত্র জাতীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট 'বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)' দেশিয় জাতের পোল্ট্রি সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য শুরু থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। অতিসম্প্রতি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় 'দেশি মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প' শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম বিএলআরআই-এ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় দেশি মুরগির জাত উন্নয়ন কার্যক্রমের পাশাপাশি গ্রামীণ পর্যায়ে যাতে আমাদের এই অমূল্য সম্পদগুলো হারিয়ে না যায় সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। দেশীয় জাতের উন্নত পোল্ট্রি পালনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পুষ্টির চাহিদা পুরণ, ঐতিহ্য সংরক্ষণসহ বৃহত্তর নারী জনগোষ্ঠির ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

ডঃ তালুকদার নূরুন্নাহার
মহাপরিচালক

সম্ভাবনাময় দেশীয় জাতের মুরগি পালন

রচনায় ঃ
শাকিলা ফারুক, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মোঃ আতাউল গনি রাব্বানী, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
মোঃ ওবায়েদ আল রহমান, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

সম্পাদনা ঃ
ডঃ তালুকদার নূরুন্নাহার, মহাপরিচালক
শাকিলা ফারুক, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

বি এল আর আই প্রকাশনা নং- ২৭০

প্রকাশকাল ঃ মে, ২০১৬

প্রথম সংস্করণ ঃ ১০০০ (এক হাজার) কপি

প্রকাশনায় ঃ
প্রকল্প পরিচালক
"দেশী মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন" প্রকল্প
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১
ফোন ঃ ০২-৭৭৯১৭২৪, ০১৭১২২০৫২২৩
ফ্যাক্স ঃ ৭৭৯১৬৭৫
ই-মেইল ঃ shakila_blri@yahoo.com

বি এল আর আই কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সম্ভাবনাময় দেশীয় জাতের মুরগি পালন

ভূমিকা ঃ

কৃষি নির্ভর অর্থনীতির বাংলাদেশে প্রাণিসম্পদ উল্লেখযোগ্য একটি খাত যেটির গুরুত্ব দিনদিন বেড়েই চলছে। এর অন্যতম উপখাত-পোল্ট্রি, দেশের সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় গুরুতপূর্ণ পুষ্টি উপাদান-প্রাণিজ আমিষসহ অন্যান্য পুষ্টির চাহিদা পূরণে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত দেশ গড়ার জন্য যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। বিভিন্ন সূত্রে মতে, প্রায় ৬০ লক্ষাধিক মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে এই শিল্প। এছাড়াও, দেশের বৃহৎ নারী জনগোষ্ঠী নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। বিকাশমান বাণ্যিজিক পোল্ট্রি শিল্পের যাত্রা নব্বই-এর দশকে শুরু হলেও এদেশের গ্রাম-বাংলার বিশাল জনগোষ্ঠী যুগ যুগ থেকেই নিজ গৃহে স্বল্প পরিসরে কোনরূপ বিশেষ পরিচর্যা ছাড়াই ও গৃহস্থালীর উচ্ছিষ্ট খাবার দিয়েই দেশীয় জাতের হাঁস-মুরগি লালন-পালন করে আসছে। গবেষণার তথ্যমতে, বিদ্যমান বিভিন্ন জাতের মুরগির শতকরা ৭০ ভাগই চড়ে খাওয়া (স্ক্যাভেনজিং) তথা দেশীয় জাতের এবং মোট উৎপাদিত মুরগির মাংস ও ডিমের উল্লেখযোগ্য অংশই এগুলো থেকে আসে । অতিথি আপ্যায়নে প্রচলিত রেওয়াজ হিসাবে গ্রাম বাংলায় আজও দেশি মুরগির মাংস ও ডিমের ব্যবহার অগ্রগন্য। তবে ক্রমান্বয়ে মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ, জনসংখ্যার আধিক্য, ভূমির সংকোচনসহ অন্যান্য কারণ মুরগির আদি প্রতিপালন ব্যবস্থার উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রয়োজনের তাগিদে বাণিজ্যিক মুরগি পালনের আশাতীত প্রসার ঘটলেও দেশী মুরগির ক্ষেত্রে তেমন ঘটেনি, এমনকি এর উন্নতির কোন পদক্ষেপও ইতিপূর্বে গৃহীত হয়নি। রাজধানী ঢাকার সাভারস্থ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) সৃষ্টি লগ্ন থেকেই প্রাণিসম্পদ ও মোরগ-মুরগির উন্নয়নের নিমিত্তে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। "দেশি মুরগি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প" এমন প্রচেষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস যা দেশীয় জাতের মোরগ-মুরগির বিজ্ঞানভিত্তিক উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

দেশীয় মোরগ-মুরগির উৎপত্তি, বিস্তার ও বর্তমান অবস্থা ঃ

পারিবারিক ভিত্তিতে পালিত দেশীয় জাতের মোরগ-মুরগির সংখ্যা ২০ কোটিরও উপরে। দেশে বর্তমানে তিন ধরণের যেমন, কমনদেশী, হিলি ও গলাছিলা দেশীয় জাতের মোরগ-মুরগির পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সর্বত্রই এদের পাওয়া গেলেও অঞ্চলভেদে সংখ্যার বৈচিত্র রয়েছে।

জাত/টাইপ	অধিক প্রাপ্যতা অঞ্চল	পালন পদ্ধতি
কমনদেশী	সারাদেশ	চড়ে খাওয়া/স্ক্যাভেনজিং
হিলি	চট্টগ্রাম ও বান্দরবান	চড়ে খাওয়া/স্ক্যাভেনজিং
গলাছিলা	মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, শেরপুর ও বরগুনা	চড়ে খাওয়া/স্ক্যাভেনজিং

বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য ঃ

কমন দেশি ঃ

এই জাতের মোরগ-মুরগি নির্দিষ্ট কোন রং এর অর্ন্তভুক্ত হয় না তথাপিও পর্যায়ক্রমে নিয়মতান্ত্রিক বাছাঁই/সিলেকশনের মাধ্যমে লালচে বাদামী বা লালচে কালো রঙের মুরগিই বর্তমানে বেশি সংখ্যায় পাওয়া যায়। তবে কালো এবং সোনালী রঙের মুরগিও আছে। এদের পা লোমহীন ও পায়ের নলা সাদাটে এবং হলুদ চামড়ার হয় তবে কালো রঙের নলাও দেখা যায়। একক ঝুঁটি বিশিষ্ট এবং ঝুঁটির রঙ লাল তবে বাদামী বা ধূসর বর্ণের ঝুঁটিও দেখা যায়। সাদা এবং লালের মিশ্রণযুক্ত কানের লতি বেশি দেখা যায়। ডিমের রঙ হালকা সাদা থেকে গাঢ় বাদামী। মুরগি ডিম পাড়া শেষে তা দিতে বসে, তবে ইনটেনসিভ সিস্টেম বা আবদ্ধ অবস্থায় পালনের জন্য এই বৈশিষ্ট্যটি অনেকাংশে কমে গেছে। রোগ-বালাই কম হয়।

দেশি জাতের মুরগি